বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

০৭ নভেম্বর, ২০২৩

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ব্যানার্জী,

আপনার রবীন্দ্রপ্রীতি দেখে বিশ্বের আপামর সাহিত্য অনুরাগীর মতো আমি ও মুগ্ধ। অবাক হই। রাজনীতির সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ হয়েও আপনি কি ভাবে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আমার জানা নেই যে কেউ আপনার মতো এত গুনসম্পন্না আছেন কিনা? আপনার সাহিত্য খুব সহজেই কেন স্বীকৃতি পায় তা সহজেই বোধগম্য। আপনার অঙ্কন প্রতিভা আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের কাছে অবাক হবার জন্য যথেষ্ট। আপনাকে জানাই কুর্নিশ।

আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ। ৪০ বছর শিক্ষকতা করেছি দেশে এবং বিদেশে। রবীন্দ্রগবেষক। যদিও আপনি সাহিত্যসৃষ্টির যে ক্ষমতা দেখিয়েছেন এতটা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, সেখানে আমার লেখাপত্রের আলোচনা করে নিজে লজ্জা পেতে চাই না। আমি ক্ষুদ্র মানুষ এবং স্বল্প বুদ্ধি নিয়ে যা বুঝেছি গুরুদেবের লেখাপত্র থেকে তার ভিত্তিতে তাঁর কয়েকটা লেখা আপনার নজরে আনতে চাই। আপনার সাহিত্যমননে আমার বক্তব্যের জন্য কিছুটা জায়গা নিশ্চয় দেবেন। এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলমান দর্শন, অর্থাৎ তাঁর ভাবাদর্শ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক আজকে একবিংশ শতাব্দীতে। যদিও তিনি আমাদের সাবধান করেছিলেন তাঁর '*বিশ্বভারতী*' গ্রন্থে। যেখানে তিনি বললেন যে 'জীবনের প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে' (*বিশ্বভারতী*, পাতা ১৩৭)। দুঃখের বিষয় আজকে যারা নিজেদের রাবীন্দ্রিক হিসাবে গলা ফাটান, সেই অবার্চীনরা গুরুদেবের এই ভাবনার সাথে জেনেশুনেই পরিচিত হতে চান না। কারণ এর ফলে তাঁদের তৈরী করা মিথ্যা ইমারত চুরচুর করে ভেঙে পড়বে।

গুরুদেব কি বিতর্কের সম্মুখীন হন নি? নবীন সেনের মৃত্যুর পর যে শোকসভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে গুরুদেব যেভাবে অপমানিত হয়েছিলেন তা তৎকালীন ঐতিহাসিক নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। বিশ্বভারতী তৈরীর কাজে যখন তিনি প্রাণপাত করছেন সেই সময় সবথেকে সমালোচিত মানুষটি স্বয়ং গুরুদেব। তাঁর নিদর্শন তিনি তাঁর লেখায় যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে লিখে গিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। অর্থাৎ বিতর্ক গুরুদেবের পিছু ছাড়েনি।

শত বিতর্ক গুরুদেবকে নিজের ভাবনাচিন্তাকে কখনই বিরত করতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁর লেখা আরো ক্ষুরধার হয়েছে। দুচারটে নিদর্শন দিলেই বোঝা যাবে। প্রথমেই তাঁর পুস্তক '*চারিত্রপূজার*' (১৮৯৫)